গৃহঋণ বার্তা

বিএইচবিএফসি'র ত্রৈমাসিক বুলেটিন

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন

৩য় বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

জুলাই - সেপ্টেম্বর
২০১৪ খ্রি.

"যারা কাজ করে তাদেরই ভুল হতে পারে
যারা কাজ করে না তাদের ভুলও হয় না।"
-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৫ আগস্ট : জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৫ আগস্ট স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৯-তম শাহাদত বার্ষিকী–জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়। বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যদিয়ে এ দিবসটি পালন করে। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে স্থাপিত জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন। কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক আফরোজা গুল নাহার, সকল বিভাগীয় প্রধান এবং ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জস্থ জোনাল অফিসসমূহের ব্যবস্থাপকগণ শ্রদ্ধা নিবেদনকালে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় সদর দফতরসহ এসব জোনাল অফিসের বিপুলসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীও শ্রদ্ধা নিবেদন পর্বে শরীক হন। বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বঙ্গমাতা পরিষদ ও কর্মচারী নেতৃবৃন্দ জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির পাদপীঠে পুষ্পস্তবক নিবেদনের মধ্যদিয়ে মহান এ নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানান। প্রসঙ্গত : জাতীয় শোক দিবস পালনের অংশ হিসেবে কর্পোরেশনের সকল জোনাল ও রিজিওনাল অফিস মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এছাড়া, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএইচবিএফসি শাখা জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানের সদর দফতর প্রাঙ্গণে এক আলোচনা সভা ও দরিদ্রদের মাঝে রান্না করা খাবার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

১৫ আগস্ট :
বঙ্গবন্ধুর প্রয়াণ দিবস

মৃত্যুর ভয়ে নিয়ত মৃত্যু নয়
অকুতোভয় বীর-জন যাঁরা
যুগে যুগে জিতেছেন মৃত্যুভয়।
বীর বাঙালীর বীরোত্তম নেতা তুমি
ভালোবেসে জনতা জন্মভূমি
সদর্প সাহসে হয়েছ মৃত্যুঞ্জয়।

প্রতিটি বাঙালীর জাগ্রত প্রাণে
এদেশের ইতিহাস, গল্প, কবিতা, গানে
চিরভাস্বর তুমি হে কীর্তিমান।
পিতার প্রশ্নে জাতি দ্বিধাহীন
বিস্মৃত হবে না সে কোনদিন
জয় বাংলা ; জয় বঙ্গবন্ধু শ্লোগান।

জাতির জনকের ৩৯-তম
শাহাদত বার্ষিকীতে

বিএইচবিএফসি'র শ্রদ্ধাঞ্জলি

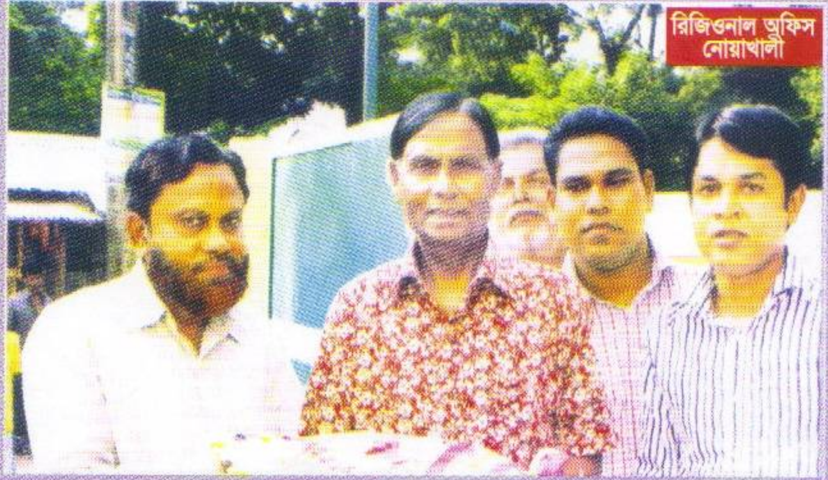

পর্ষদ চেয়ারম্যানের ফিল্ড-অফিস পরিদর্শন

বিএইচবিএফসি পরিচালনা পর্ষদ চেয়ারম্যান মো. ইয়াছিন আলী কর্পোরেশনের ফিল্ড-অফিস পরিদর্শনের অংশ হিসেবে সম্প্রতি জোনাল অফিস, বরিশাল; রিজিওনাল অফিস, গোপালগঞ্জ ও নোয়াখালী পরিদর্শন করেন। গত ১০ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর বরিশাল এবং ৯ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জ এবং ২৫ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর নোয়াখালী অফিস পরিদর্শন করেন তিনি।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যথাযথ সিদ্ধান্ত, দিক-নির্দেশনা এবং মনিটরিং-এর ফলে কর্পোরেশনের ঋণ মঞ্জুরী, বিতরণ, আদায় এবং মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে। সার্বিক এ অর্জনে চেয়ারম্যানের অবদান উল্লেখযোগ্য। একজন স্বনামধন্য ব্যাংকার হিসেবে জনাব ইয়াছিন আলী প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়ন ও এর ব্যবসার প্রসার ত্বরান্বিত করনে সর্বদা সচেষ্ট। ২০১৩ সালে কর্পোরেশনের চারটি নতুন অফিস চালু হয়। এসব অফিস প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় পর্যায়ের ব্যক্তিত্বদের মাধ্যমে এসব অফিসের শুভ উদ্বোধন করানোর মহতী কাজে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বরিশাল বিভাগে বিএইচবিএফসি'র অফিস মাত্র একটি। পরিদর্শনকালে তিনি এ অফিসে বিএইচবিএফসি'র গৃহঋণের চাহিদা, সে প্রেক্ষিতে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণের বাস্তব অবস্থা, গ্রহীতাদের ঋণ পরিশোধ-আচরণ- ইত্যাদি বিষয় খতিয়ে দেখেন। এ সময় তিনি এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠানটির সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবগত হওয়ার লক্ষে ঋণের বাড়ি পরিদর্শন, ঋণ কেইস পর্যালোচনাসহ খরিদাবাড়ি পরিদর্শন করেন।

২০১৩ সালের ১৯ জানুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জ অফিস উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন পরবর্তী প্রায় দু'বছরে লক্ষ্য অর্জনে অগ্রগতি মনিটরিং-এর জন্য তিনি এ অফিসটি পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য, এ সময় তিনি টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

নোয়াখালীতে কর্পোরেশনের নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত অফিস পরিদর্শনের সাথে সাথে এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠানের খরিদাবাড়ি এবং ঋণের বাড়ি পরিদর্শন করেন।

নতুন মোবাইল এ্যাপ. বিএইচবিএফসি লোন ক্যালকুলেটর

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন সংক্রান্ত তথ্য, পরামর্শ ও সেবা বিতরণের লক্ষে একটি নতুন মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি সেবা জনগণের হাতের নাগালে নিয়ে যাওয়ার লক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সম্প্রতি ২৫টি এ্যাপ. উদ্বোধন করে। বিএইচবিএফসি লোন ক্যালকুলেটর এর একটি। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে এখন থেকে কর্পোরেশন সম্পর্কে তথ্য ও কতিপয় সেবা পাওয়া যাবে। পরবর্তীতে এ্যাপটির আরো উন্নয়ন সাধনের মধ্যদিয়ে জনগণকে অধিকতর সুযোগ ও সেবা প্রদানের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বিএইচবিএফসি'র তথ্য ও সেবা সংক্রান্ত এ এ্যাপ.টি এখন থেকে গুগল প্লে-স্টোর ও কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) অডিটরিয়ামে এক অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক কর্পোরেশনের লোন ক্যালকুলেটরসহ এসব এ্যাপ. এর উদ্বোধন করেন।

স্মার্ট ফোন (এ্যান্ড্রয়েড)-এ ব্যবহার উপযোগী এ এ্যাপটির মাধ্যমে বিএইচবিএফসি সংক্রান্ত তথ্যাবলিঃ অফিসসমূহের ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর, ঋণ প্রক্রিয়াকরনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের তালিকা, এলাকাভিত্তিক ঋণের সর্বোচ্চ সিলিং ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যাবে। এছাড়া, এর মাধ্যমে যে কেউ গৃহীতব্য ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদকালের তথ্য ব্যবহার করে সম্ভাব্য মাসিক কিস্তির পরিমাণ নির্ণয় করতে পারবেন। এ মোবাইল এ্যাপ.টির মাধ্যমে কর্পোরেশনের ঋণের সাময়িক আবেদনপত্রও ডাউনলোড করা যাবে। এ্যাপ.টি Google Play Store থেকে বিনামূল্যে Download করা যাবে।

দেশের প্রতিটি সরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের জন্য অন্তত একটি করে মোবাইল এ্যাপ. তৈরির লক্ষে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বিগত বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে 'জাতীয় পর্যায়ে মোবাইল এপ্লিকেশন উন্নয়ন সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' প্রকল্পের অধীন একাধিক ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। এ ওয়ার্কশপে কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের প্রদত্ত ধারণা (Idea) অনুযায়ী এটি নির্মাণ করা হয়। উল্লেখ্য, উক্ত ওয়ার্কশপের বেশ কয়েকটি সেশন কর্পোরেশনের ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়।

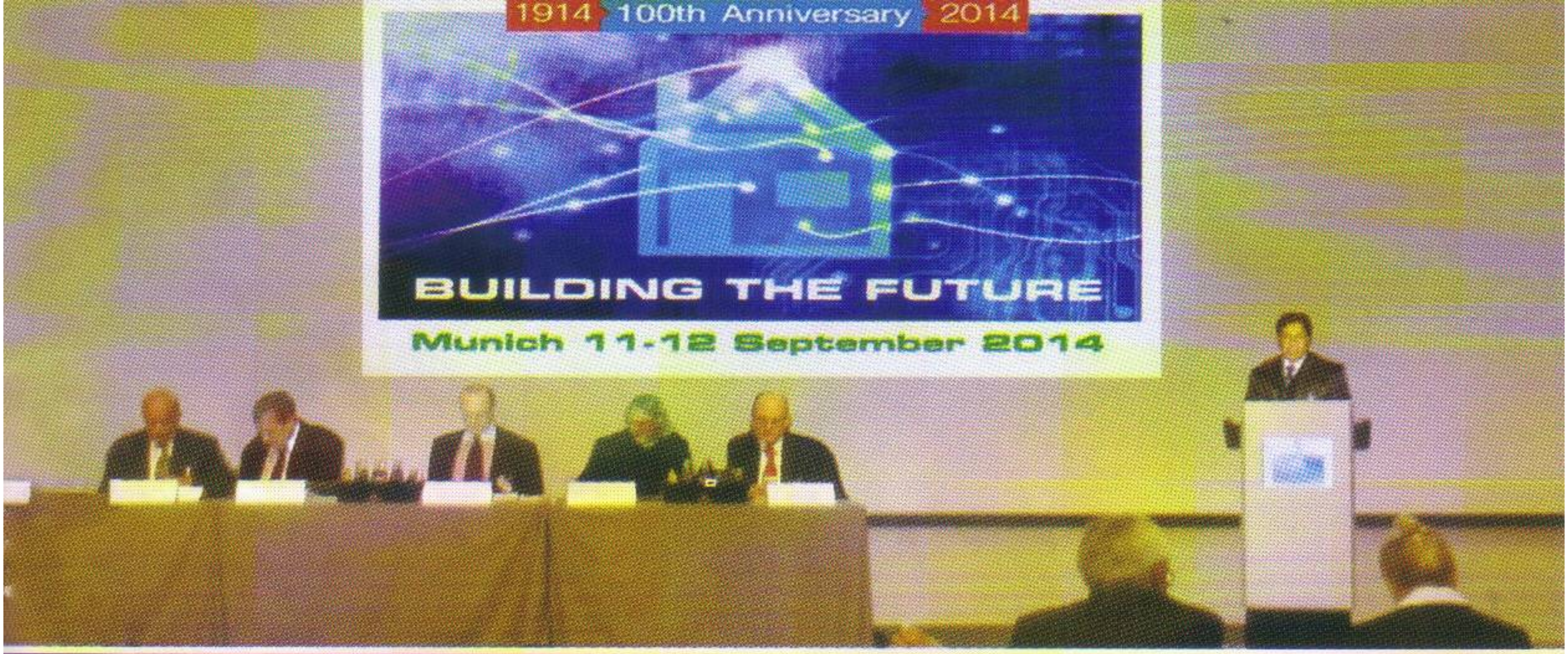

গৃহায়ন শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক

গত ১১ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর 'গৃহায়ন' শীর্ষক আন্তর্জাতিক এক সম্মেলন জার্মানীর মিউনিখে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ থেকে ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার বিএইচবিএফসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং গৃহায়ন ঋণ বিশেষজ্ঞ ক্যাটাগরীতে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। The International Union for Housing Finance (IUHF) এ সম্মেলনের আয়োজন করে।

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনের লন্ডনে আইইউএইচএফ প্রতিষ্ঠিত হয়। মোট ৪৫টি দেশ থেকে প্রতিষ্ঠানটির তালিকাভুক্ত সদস্য সংখ্যা বর্তমানে একশ। এ বছর প্রতিষ্ঠানটির একশত-তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপনের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গৃহায়ন সংক্রান্ত উচ্চপর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'Building the Future' বা ভবিষ্যৎ নির্মাণ। IUHF-এর প্রেসিডেন্ট Andreas J. Zehnder সভায় সভাপতিত্ব করেন।

গৃহায়ন সংকট বিগত শতাব্দীতে বিশ্বঅর্থনীতির রাশ টেনে ধরেছিল। নিকট অতীতের এ দৃষ্টান্ত মনে রেখে ভবিষ্যতের নির্মাণকে কাঙ্খিত মাত্রা ও মানে উত্তীর্ণকরনে আন্তর্জাতিক এ ফোরামে বিশেষজ্ঞগণ ভাব (Idea) ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। তাঁরা গৃহায়ন শিল্পে বিরাজমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অভিজ্ঞতা ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান সার্বজনীন কল্যাণে সদ্ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করেন। গৃহায়ন দেশে দেশে মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা হিসেবে স্বীকৃত। এ খাতে অর্থায়নের বিষয়টি আলাদা করে দেখার অবকাশ নেই। বিষয়টিকে সামষ্টিক অর্থনীতি ও সামাজিক অগ্রগতির নেপথ্যে ক্রিয়াশীল শক্তিশালী নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করতে হবে বলে বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

সম্মেলনে 'গৃহঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান ও অর্থনৈতিক উপকরণাদি (Housing Finance Institutions and Financial Instruments)', গৃহঋণে বিধিবদ্ধ উন্নয়ন (Regulatory Developments in the Field of Housing Finance)', রিয়াল এস্টেট অর্থনীতি (Real Estate Economics) – ইত্যাদি বিষয়ের উপর বক্তাগণ জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন। ড. তালুকদার অনুষ্ঠানের সবগুলি সেশনে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের গৃহায়নে বিএইচবিএফসি-সহ এখাতে ক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে অভ্যাগতদের অবহিত করেন।

বিএইচবিএফসি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিএসটিডি'র সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৩ আগস্ট বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন ট্রেনিং সেন্টারে বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সমিতি (বিএসটিডি)-এর প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাবেক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব ও পিএসসি'র চেয়ারম্যান এবং বিএসটিডি'র কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি ড. সা'দাত হুসাইন মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হেদায়েতুল্লাহ্ খান মামুন, পরিকল্পনা কমিশনের সচিব ভূঁইয়া সফিকুল ইসলাম, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ইসতিয়াক আহমেদ, জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ফয়জুর লতিফ চৌধুরী এবং বিএইচবিএফসি'র মহাব্যবস্থাপক আফরোজা গুল নাহার এ অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিএসটিডি'র কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা, সদস্যবৃন্দ এবং বিএইচবিএফসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার (বিএসটিডি'র যুগ্ম-মহাপরিচালক) অনুষ্ঠানের প্রধান আয়োজক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিএইচবিএফসি'র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করেন উপ-মহাব্যবস্থাপক ড. দৌলতুন্নাহার খানম।

পঁয়ত্রিশ-তম মাসিক বিশেষ সভা

গত ৮ আগস্ট কর্পোরেশনের পর্ষদ সভাকক্ষে ৩৫-তম মাসিক বিশেষ সভা ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সংগঠিত নির্মম হত্যাকান্ডে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবারে নিহত হওয়ার ঘটনায় শহীদদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোক প্রস্তাব উত্থাপন, এক মিনিটের নিরবতা পালন এবং তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া প্রার্থনা করা হয়। সভায় মধ্যপ্রাচ্যের ফিলিস্তিনে ইসরাইলী নৃশংস হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্যও শোক প্রস্তাব উত্থাপন ও মোনাজাতের মধ্যদিয়ে মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া প্রার্থনা করা হয়। এ সময় আগ্রাসী ইসরাইলী হামলায় ফিলিস্তিনীদের ব্যাপক প্রাণহানী এবং গৃহহীন দূর্গত মানুষের প্রতি সহমর্মীতা প্রকাশ করা হয়। কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক আফরোজা গুল নাহার, সকল বিভাগীয় প্রধান–উপ-মহাব্যবস্থাপকগণ এবং সদর দফতরে কর্মরত প্রিন্সিপাল অফিসার ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সিদ্ধান্ত

- শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা
- দৈনিন্দন কাজে গতিশীলতা অর্জন
- সেবার মান বৃদ্ধি
- ছয় দশক পূর্তি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন

বিএইচবিএফসি'র সার্বিক কার্যক্রম মনিটরিং পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের লক্ষে প্রতিমাসের প্রথম দিকে নিয়মিত এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পূর্ববর্তী সভাসমূহে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ দৈনন্দিন ব্যবসায়িক ও প্রশাসনিক কাজের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষে বিগত তিন বছরযাবৎ এই বিশেষ মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সভায় কর্পোরেশনের শ্রেণীকৃত ঋণের খেলাপী অর্থ আদায়ে বিগত বছরের ন্যায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নির্দেশ দেয়া হয়। দৈনন্দিন কাজে আরো গতিশীলতা অর্জনের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতাদের সেবার মান আরো উন্নত করার জন্যও তাগিদ দেয়া হয়। ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে ৬২ বছর অতিক্রম করেছে। আগামীতে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বিএইচবিএফসি'র ছয় দশক পূর্তি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণেও সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেয়া হয়।

মাহে রমজান উপলক্ষে বার্ষিক মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত

গত ২৪ জুলাই মাহে রমজান উপলক্ষে বার্ষিক মিলাদ মাহফিল বিএইচবিএফসি'র সদর দফতরস্থ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক উন্নয়ন, এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কল্যাণময় সুখী-সমৃদ্ধ জীবন কামনায় মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

মোনাজাতে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা হয়। কর্পোরেশনের মসজিদের ইমাম হুসাইন আহ্‌মাদ মিলাদ মাহফিল ও মোনাজাত পরিচালনা করেন। উল্লেখ্য, প্রতিবছর রমজান মাসের শেষের দিকে বিএইচবিএফসি এ মিলাদ মাহফিল ও দোয়া প্রার্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটির সকল ফিল্ড-অফিসও এ অনুষ্ঠান প্রতিপালন করে থাকে।

বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার (মাঝে)

কর্পোরেশনের জনবল ও মানব সম্পদের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অব্যাহত আছে। সদর দফতরস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সময়ে সময়ে বিভিন্ন মডিউলভিত্তিক এ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হচ্ছে। সর্বশেষ গত ৩১ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৮ দিনব্যাপী এক বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। সাম্প্রতিককালে পদোন্নতিপ্রাপ্ত সিনিয়র অফিসারদের জন্য গত ৩১ আগস্ট এ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার প্রধান অতিথি হিসেবে এর শুভ উদ্বোধন করেন। মহাব্যবস্থাপক আফরোজা গুল নাহার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রিন্সিপাল, জামিল আহমেদ এবং বিভিন্ন বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কোর্সটিতে মোট ২৭ জন সিনিয়র অফিসার অংশগ্রহণ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক পেশাজীবনের উৎকর্ষ বিধানে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে প্রতিষ্ঠান তথা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দায়বদ্ধতা রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ড. তালুকদার দায়িত্ব গ্রহণের পর কর্পোরেশনে একটি উন্নতমানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে পারায় প্রতিষ্ঠানটি এ দায়বদ্ধতা থেকে অনেকখানি মুক্ত হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। নিয়মিত প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত জ্ঞানের উৎকর্ষ বিধানের পাশাপাশি বর্তমানে বিএইচবিএফসি-তে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রশিক্ষকও তৈরি হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। কর্পোরেশনে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আরো নিয়মিত এবং মানসম্মত করার সাথে সাথে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ভবিষ্যতে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত আগ্রহ ও পরিকল্পনা রয়েছে বলে তিনি সকলকে অবগত করেন।

সভাপতির বক্তৃতায় মহাব্যবস্থাপক আফরোজা গুল নাহার কর্পোরেশনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠান আয়োজনের আগ্রহস্থলে পরিণত হয়েছে বলে প্রশিক্ষণার্থীদের অবগত করেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে গত বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে এ কেন্দ্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত মোবাইল এপ্লিকেশন আইডিয়া উদ্ভাবন কর্মশালার কথা স্মরণ করেন। সবশেষে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের কোর্সে স্বাগত জানিয়ে তিনি আলোচিতব্য বিষয়ে তাঁদের সর্বাত্মক মনোযোগী হওয়ার আহবান জানান।

সনদ বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠান

গত ৭ সেপ্টেম্বর প্রশিক্ষণ কোর্সটির সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক আফরোজা গুল নাহার প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ট্রেনিং সেন্টারের প্রিন্সিপাল জামিল আহমেদ।

কোর্সের কৃতি প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

৮ দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কোর্স শেষে অনুষ্ঠিত পাঠ মূল্যায়ন পরীক্ষায় মোট ৫ জন কর্মকর্তা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করেন ঃ

প্রথম : **মো. শাহজাদা হুসাইন,** রিজিওনাল অফিস, সিরাজগঞ্জ;

দ্বিতীয় : **মো. ফরিদ উদ্দিন,** জোনাল অফিস, বরিশাল ;

তৃতীয় : **মো. হারুন-অর-রশিদ,** জোনাল অফিস, জোন-২, ঢাকা;

তৃতীয় : **মো. আসলাম খান,** জোনাল অফিস, জোন-২, ঢাকা

তৃতীয় : **মোসা. হালিমা খাতুন,** জোনাল অফিস, বরিশাল।

জুলাই - সেপ্টেম্বর সময়কালে বহিঃপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ

মো. বদিউজ্জামান
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, সদর দফতর, ঢাকা
কোর্সের নাম ঃ Preparation of Reports and Write-ups
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ঃ বিএসটিডি

মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র শীল
সিনিয়র অফিসার, সদর দফতর, ঢাকা
কোর্সের নাম ঃ অফিস ব্যবস্থাপনা
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ঃ এনএপিডি

চৌধুরী মোস্তাফিজুর রহমান
সিনিয়র অফিসার, জোন-৭, নারায়ণগঞ্জ
কোর্সের নাম ঃ Human Resource Management
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ঃ বিএসটিডি

সঞ্জয় মিত্র
সিনিয়র অফিসার, সদর দফতর, ঢাকা
কোর্সের নাম ঃ Human Resource Management
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ঃ বিএসটিডি

রাবেয়া মুন্নি
অফিসার, জোনাল অফিস, জোন-৪, ঢাকা
কোর্সের নাম ঃ অফিস ব্যবস্থাপনা
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ঃ এনএপিডি

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার

শোকদিবসের আলোচনা সভা

'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী : বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' শীর্ষক এক আলোচনা সভা গত ২৫ আগস্ট কর্পোরেশনের দশম তলায় অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএইচবিএফসি শাখা এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি বাদল নবীন করিম। পরিষদের সভাপতি মো. সাখাওয়াত হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভার শুরুতে ১৫ ও ২১ আগস্টের হত্যাকান্ড এবং মধ্যপ্রাচ্যের ফিলিস্তিনে ইসরাইলী হামলায় নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তারেক ইমতিয়াজ খান। অনুষ্ঠানে বক্তাগণ বঙ্গবন্ধুর নিরন্তর সংগ্রাম, তাঁর জীবন, কর্ম ও অবদান সম্পর্কে জ্ঞানগর্ব বক্তব্য রাখেন।

তাঁরা জাতির জনককে হারানোর শোককে শক্তিতে পরিণত করে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানান। বক্তাগণ দেশ ও স্বাধীনতার শত্রুদের প্রতিহত করার জন্যও উদাত্ত আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধু পরিষদ, ঢাকা মহানগরের সভাপতি মাহবুব উদ্দীন আহমদ, বীর বিক্রম; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও ইতিহাসবিদ প্রফেসর ড. মো. আখতারুজ্জামান; বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট মুহম্মদ শফিকুর রহমান; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল; বঙ্গবন্ধু পরিষদ, ঢাকা মহানগরের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. মোহাম্মদ দিদার আলী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় উপ-কমিটির সহ-সম্পাদক আব্দুল মতিন ভূঞা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সভায় অতিথিবক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার। তিনি অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন, তাঁর কালজয়ী নেতৃত্বের গুনাবলী, বিশেষকরে সাংগঠনকি দক্ষতা এবং মহানুভব বিশাল ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তথ্যবহুল বক্তব্য তুলে ধরেন। মুক্তিসংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত আওয়ামী নেতৃত্বের দক্ষতা, স্বাধীনতার প্রশ্নে জাতির জনকের অবিচল দৃঢ় অবস্থান এবং স্বাধীনতা পরবর্তী দেশ গঠন প্রক্রিয়ায় তাঁর নিরলস পরিশ্রম সম্পর্কেও তিনি আলোকপাত করেন। ড. তালুকদার ১৯৭৫ সালের মর্মস্পর্শী রক্তাক্ত ট্রাজেডী এবং দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠির চক্রান্ত ও বঙ্গবন্ধুহীন বাংলাদেশ সম্পর্কেও তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি তুলে ধরেন। বিএইচবিএফসির মহাব্যবস্থাপক আফরোজা গুল নাহারসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন।

মো. আব্দুল কাদের -এর হাতে ফুলের তোড়া তুলে দিচ্ছেন ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার (মাঝে)

বিদায় সম্বর্ধনা

গত ১৮ আগস্ট কর্পোরেশনের উপ-মহাব্যবস্থাপক মো. আব্দুল কাদের-এর বিদায় সম্বর্ধনা প্রতিষ্ঠানের সদর দফতরস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। বিএইচবিএফসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে বিদায়ী এ কর্মকর্তার হাতে ফুলের তোড়া, উপহারসামগ্রী এবং ছুটি নগদীকরণের অর্থের চেক তুলে দেন। কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক আফরোজা গুল নাহার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

মো. আব্দুল কাদের ১৯৮৪ সালের ৯ অক্টোবর সহকারী রিজিওনাল ম্যানেজার পদে কর্পোরেশনের চাকুরিতে যোগদান করেন। এ প্রতিষ্ঠানে তাঁর কর্মজীবনের শুরু রিজিওনাল অফিস, দিনাজপুর থেকে। সর্বশেষ তিনি সদর দফতরস্থ ট্রেনিং সেন্টারের প্রিন্সিপালের দায়িত্বে কর্মরত ছিলেন। তিনি কর্পোরেশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠানের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং এক্ষেত্রে একজন পারদর্শী কর্মকর্তা হিসেবে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগের উপ-মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং বিদায়ী কর্মকর্তার সহকর্মীবৃন্দ তাঁর বৈচিত্রময় কর্মজীবনের উপর স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য রাখেন।

জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়কালে ফিল্ড-অফিস থেকে চাকুরি সমাপ্তকারী কর্মকর্তাবৃন্দ :

দীর্ঘদিন চাকুরীর পর বিএইচবিএফসি'র বিভিন্ন ফিল্ড-অফিস থেকে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ অবসরোত্তর ছুটিতে গমন করেন। সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহ তাঁদের বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ছবি	নাম ও পদবী	সর্বশেষ কর্মস্থল	শেষ কর্মদিবস
	মো. ওমর ফেরদৌস সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার	জোনাল অফিস জোন -৫ ঢাকা	১৬ আগস্ট ২০১৪ খ্রি.
	মো. সোহরাব হোসেন প্রিন্সিপাল অফিসার	জোনাল অফিস জোন -৩ ঢাকা	২ আগস্ট ২০১৪ খ্রি.
	মুল্লুক চান্দ দাস প্রিন্সিপাল অফিসার	অডিট বিভাগ সদর দপ্তর ঢাকা	২৬ জুলাই ২০১৪ খ্রি.

শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় ও মুনাফা অর্জনে ব্যাপক সফলতা

শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ে উত্তরোত্তর সফলতা অর্জিত হচ্ছে বিএইচবিএফসি-তে। সর্বশেষ ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের বার্ষিক হিসাব সমাপ্তির (প্রভিশনাল) তথ্য অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ১৯২.৪৭ কোটি টাকা। মোট ঋণ ২৯৬০.৩৬কোটি টাকার বিপরীতে এ পরিমাণ শ্রেণীকৃত ঋণ শতকরা হিসেবে মাত্র ৬.৫০ শতাংশ। প্রতি অর্থবছরে কর্পোরেশনের শ্রেণীকৃত ঋণ উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসছে যা প্রতিষ্ঠানটির বিনিয়োগ দক্ষতার পাশাপাশি যোগ্য পরিচালন ব্যবস্থার পরিচয় বহন করে। গত ২০১১-২০১২ ও ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে শ্রেণীকৃত ঋণের হার ছিল যথাক্রমে ১৪.০৪ ও ৯.২৫ শতাংশ।

২০০০-২০০১ অর্থবছর থেকে কর্পোরেশনে ঋণের শ্রেণীকরণ (Classification) চালু হয়। ঋণের বকেয়া কিস্তির সংখ্যা বিবেচনায় প্রবর্তিত এ রীতি অনুযায়ী ঋণ হিসাবসমূহ চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। শ্রেণীগুলো হল ঃ অশ্রেণীকৃত, নিম্নমান,

উচ্চ আদায় হার এবং শ্রেণীকৃত ঋণের স্বল্পতা ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের সুস্বাস্থ্যের পরিচায়ক। কর্পোরেশনের সার্বিক আদায় হার ৮৫.৮১ শতাংশ ; শ্রেণীকৃত ঋণ ৬.৫ শতাংশ। বার্ষিক অর্জিত মুনাফা গড়ে ১৭৫.৮৫ কোটি টাকা।

সন্দেহজনক এবং মন্দ। শূন্য থেকে চব্বিশ কিস্তির কম খেলাপী ঋণ অশ্রেণীকৃত, চব্বিশ থেকে ছত্রিশ কিস্তির কম খেলাপী নিম্নমান, ছত্রিশ থেকে ষাট কিস্তির কম খেলাপী সন্দেজনক এবং ষাট থেকে তদুর্ধ্ব কিস্তি খেলাপী মন্দ ঋণ হিসেবে চিহ্নিত। বিধান অনুযায়ী অশ্রেণীকৃত-শ্রেণীকৃত নির্বিশেষে সকল ঋণের স্থিতির উপর বিভিন্ন হারে অর্থ প্রভিশন আকারে সংরক্ষণ করা বাধ্যতামূলক। সে মতে ২০০০-২০০১ অর্থবছরে রক্ষিত প্রভিশনের পরিমাণ ছিল ২২০.৭৩ কোটি টাকা। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর শেষে প্রভিশনের পরিমাণ মাত্র ৮২.০৮ কোটি টাকা।

বিএইচবিএফসি'র বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার ২০১১ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠানটিতে যোগদান করেন। তিনি শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেন। এ ধরনের ঋণের হার দ্রুত সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনতে তিনি নানামুখী আদায় তৎপরতা হাতে নেন এবং দু'বছরের মাথায় ২০১২-২০১৩ অর্থবছর শেষে এক্ষেত্রে সিঙ্গেল ডিজিট অর্জনে সক্ষম হন। সিঙ্গেল ডিজিট অর্জনের পর তা শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষে অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর শেষে তা সাত শতাংশের নিচে নেমে আসে।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছর শেষে কর্পোরেশনের শ্রেণীকৃত ঋণসমূহের গুণগত পরিবর্তনের প্রবণতাও ইতিবাচক। পূর্ববর্তী দুই বছরের ধারাবাহিকতায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মন্দ ঋণ সন্দেহজনক-এ এবং সন্দেহজনক ঋণ নিম্নমান-এ রূপান্তরিত হয়েছে। উল্লেখ্য, নিম্নমান থেকে সন্দেহজনক এবং সন্দেহজনক থেকে মন্দ-তে পরিণত হওয়ার নেতিবাচক প্রবণতা থেকে ক্রমশঃই বেরিয়ে আসছে প্রতিষ্ঠানটির শ্রেণীকৃত ঋণ। কর্পোরেশনের সামগ্রিক শ্রেণীকৃত ঋণের হার ৬.৫০ শতাংশ হলেও অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনাকারী গুরুত্বপূর্ণ ১১টি অফিসের শ্রেণীকৃত ঋণ পাঁচ শতাংশেরও কম। গত অর্থবছর শেষে সর্বনিম্ন শ্রেণীকৃত ঋণ রয়েছে এমন ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জনকারী জোনাল ও রিজিওনাল অফিস সম্পর্কিত একটি তথ্যচিত্র নিম্নরূপ ঃ

জোনাল অফিস ঃ

অফিসের নাম	শ্রেণীকৃত ঋণের হার	ব্যবস্থাপকের নাম
জোনাল অফিস, সিলেট	০.৮৬ শতাংশ	মো. আশরাফুজ্জামান খান
জোন -৪, ঢাকা	৩.২৮ শতাংশ	অরুণ কুমার চৌধুরী
জোন -৫, ঢাকা	৩.৮৭ শতাংশ	মো. আব্দুল হামিদ খান

রিজিওনাল অফিস ঃ

অফিসের নাম	শ্রেণীকৃত ঋণের হার	ব্যবস্থাপকের নাম
রিজিওনাল অফিস, বগুড়া	১.৩৬ শতাংশ	মো. সানোয়ার হোসেন
রিজিওনাল অফিস, নোয়াখালী	১.৬০ শতাংশ	মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
রিজিওনাল অফিস, দিনাজপুর	২.৬৫ শতাংশ	মো. নুরুজ্জামান

উচ্চ আদায় হার এবং বিশেষকরে শ্রেণীকৃত ঋণের স্বল্পতা একটি ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক স্বাস্থ্য-সুস্থতার পরিচায়ক। কর্পোরেশনের সার্বিক আদায়ের হার নব্বই শতাংশের কাছাকাছি; শ্রেণীকৃত ঋণের হার ৬.৫০ শতাংশ। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি গত তিন বছরে গড়ে ১৭৫.৮৫ কোটি টাকা হারে মুনাফা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। বিনিয়োগ দক্ষতা এবং যোগ্য পরিচালন ব্যবস্থা বলেই এসব অর্জন করতে পেরেছে বিএইচবিএফসি। উল্লেখ্য গত দুই বছরে মুনাফা বৃদ্ধির হার প্রতি পূর্ববর্তী বছর অপেক্ষা যথাক্রমে ৩১.৪৩ ও ৩.০৬ শতাংশ ।

অর্জন সংক্রান্ত সকল সূচক উর্ধ্বমুখী থাকলেও ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ার উপক্রম। তহবিল স্বল্পতা এর একমাত্র কারণ। পর্যাপ্ত তহবিলের সংস্থান হলে সরকারের পল্লী গৃহায়ন কর্মসূচীসহ গৃহায়ন খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে বিএইচবিএফসি।

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ শিরোনাম

গত ৬ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশের স্বনামধন্য ও বহুল প্রচারিত অন্তত এগারটি দৈনিক পত্রিকা কর্পোরেশনের ঐতিহ্য, গৌরব, সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয়ে সংবাদ ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে। উন্নতি নির্দেশক সকল সূচকে বিএইচবিএফসির ক্রমাগত উন্নতির তথ্য তুলে ধরার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটির মূল সমস্যা-তহবিল স্বল্পতার বিষয়ে আলোকপাত করে দৈনিকসমূহ। উল্লেখ্য, ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র তহবিল স্বল্পতার কারণে নিয়মিত ঋণ কার্যক্রম চালাতে পারছে না প্রতিষ্ঠানটি। এ অবস্থায় ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে কর্পোরেশন থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে দুটি পত্র দেয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ১০০ কোটি এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ৫০০ কোটি; মোট ৬০০ কোটি টাকার তহবিল চেয়ে প্রতিষ্ঠানটি'র এসব চিঠির সূত্রধরে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে সংবাদ ও প্রতিবেদনসমূহ প্রকাশিত হয়। বর্ণিত ১১টি দৈনিকের নাম এবং সংবাদ/প্রতিবেদনসমূহের শিরোনাম নিম্নে প্রকাশ তারিখের ধারিবাহিকতাক্রমে বিন্যস্ত করা হল ঃ

> তহবিল না থাকায় ঋণ কার্যক্রম সাময়িক বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। সরকার থেকে অর্থ পেলে শীঘ্রই এ পরিস্থিতির অবসান হবে।
>
> দৈনিক সংবাদ-কে ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার

আমাদের সময় ১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ খ্রি.	অর্থাভাবে হাউস বিল্ডিং করপোরেশন
সংবাদ ২৯ আগস্ট ২০১৪ খ্রি.	তহবিল সংকটে হাউজ বিল্ডিং করপোরেশনের ঋণ কার্যক্রম স্থবির
মানবকণ্ঠ ২৫আগস্ট ২০১৪ খ্রি.	সূচক উর্ধ্বমুখী থাকলেও তহবিল ঘাটতি!
অর্থনীতি প্রতিদিন ২৫ আগস্ট ২০১৪ খ্রি.	মুনাফা বেড়েছে, কমেছে খেলাপী ঋণ তবুও তহবিল সংকটে এইচবিএফসি
সমকাল ১৮ আগস্ট ২০১৪ খ্রি.	মুনাফা বেড়েছে হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশনের
ইনকিলাব ১৩ আগস্ট ২০১৪ খ্রি.	গৃহঋণের অপর্যাপ্ততা আবাসন খাতকে সমস্যার বৃত্তে বন্দি করে রেখেছে
দৈনিক জনতা ৭ আগস্ট ২০১৪ খ্রি.	ঋণের অপর্যাপ্ততায় আবাসন খাতে উদ্যোক্তা সৃষ্টি হচ্ছে না
The New Nation 6 August 2014	BHBFC seeks Tk. 600cr fund for its loan programme
daily sun 6 August 2014	BHBFC seeks Tk 600 crore fund for loan programme
The Independent 6 August 2014	BHBFC seeks Tk 600cr fund for its loan programme
The Financial Express 6 August 2014	BHBFC seeks Tk 6.0b fund

বীমা দাবির অর্থ প্রাপ্তি

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের কাছ থেকে ১ কোটি ৬ লক্ষ ৮৪ হাজার ৩শ টাকার বীমা দাবির অর্থ পেয়েছে বিএইচবিএফসি। সর্বশেষ গত ১৬ সেপ্টেম্বর ১১-তম কিস্তি প্রাপ্তির মধ্যদিয়ে পুরো পাওনা আদায় হয়। ২০১৩ সালে ৫ মে তারিখে কর্পোরেশনের সদর দফতর ক্যাম্পাসে ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িসমূহের ক্ষতিপূরণ বাবদ এ অর্থ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, ৫ মে ২০১৩ তারিখে সংগঠিত ধ্বংসযজ্ঞে কর্পোরেশনের স্থাপনা ও পরিবহন পুলের অন্তত ১৮ কোটি টাকার ক্ষতি সাধিত হয়।

৫ মে ২০১৩ এর ধ্বংসযজ্ঞে ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ী

এ দিনের ধ্বংসযজ্ঞে কর্পোরেশনের পরিবহণ পুলের দুটি পাজেরো জীপ নাশকতাকারীদের অগ্নিসংযোগের ফলে সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়। এ দুটি জীপের ক্ষতিপূরণ বাবদ সাধারণ বীমা কর্তৃপক্ষ এ বছরের জানুয়ারি মাসে ৯৮ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকার বীমা দাবির অর্থ পরিশোধ করে। এছাড়া সম্পূর্ণ ভস্মীভূত অথবা ভাংচুরে আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত আরো ৯টি গাড়ির ক্ষতিপূরণ বাবদ ৭ লক্ষ ৯৯ হাজার ৩শ টাকা পাওয়ার মধ্যদিয়ে সম্পূর্ণ দাবি পরিশোধ প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়। প্রসঙ্গত, ধ্বংসপ্রাপ্ত গাড়িসমূহের স্থলে নতুন গাড়ি প্রতিস্থাপন এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি মেরামতের মাধ্যমে পরিবহণ পুলের ক্ষতি ইতোমধ্যে কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়েছে।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঃ ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক

পৃষ্ঠপোষক ঃ আফরোজা গুল নাহার, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)

সম্পাদক মন্ডলী ঃ ড. দৌলতুন্নাহার খানম, উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
মো. বদিউজ্জামান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার

প্রকাশনা ঃ পরিকল্পনা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন
২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা -১০০০, E-mail : bhbfc@bangla.net, Web : www.bhbfc.gov.bd